২

জ্ঞানের উৎস
Sources of Knowledge

জ্ঞানের উৎপত্তি কিভাবে ঘটে? কিসের মাধ্যমে ঘটে? এসব প্রশ্নের জবাবে দার্শনিকরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করেন। এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য চারটি মত হল: অভিজ্ঞতাবাদ, বুদ্ধিবাদ, বিচারবাদ ও স্বজ্ঞাবাদ। বুদ্ধিবাদ অনুসারে, বুদ্ধিই যথার্থ জ্ঞান লাভের মাধ্যম বা উৎস। ডেকার্ট, ভলফ্, লিবনিজ প্রমুখ বুদ্ধিবাদের সমর্থক। অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে, ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাই জ্ঞান লাভের উৎস। লক, বার্কলি, হিউম প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। বিচারবাদ অনুসারে, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়েই জ্ঞানের উৎপত্তি। কান্ট এ মতবাদের সমর্থক। স্বজ্ঞাবাদ অনুসারে, স্বজ্ঞা বা সাক্ষাৎ প্রতীতিই যথার্থ জ্ঞান লাভের উৎস। দার্শনিক বার্গসোঁ স্বজ্ঞাবাদের প্রবক্তা। লক্ষণীয়, অনেকে বিশ্বাস, কান্ডজ্ঞান, প্রত্যাদেশ প্রভৃতিকেও জ্ঞানের উৎস বলে মনে করেন।

এই ইউনিটে মোট চারটি পাঠ রয়েছে

- জ্ঞানের উৎস : অভিজ্ঞতা
  Sources of Knowledge : Sense Experience
- জ্ঞানের উৎস : বুদ্ধি
  Sources of Knowledge : Reason
- জ্ঞানের উৎস : বিচারবাদ
  Sources of Knowledge : Critical Theory
- জ্ঞানের উৎস : স্বজ্ঞা
  Sources of Knowledge : Intuition

পাঠ ১

জ্ঞানের উৎস : অভিজ্ঞতা
Sources of Knowledge : Sense Experience

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- অভিজ্ঞতাবাদের মূল বক্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- অভিজ্ঞতাবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করতে পারবেন।

ভূমিকা

জ্ঞান কিভাবে উৎপন্ন হয়? প্রকৃত জ্ঞানের উৎস কী? এ ব্যাপারে দার্শনিকগণ একমত হতে পারেননি। ফলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দেখতে পাই। এখানে আমরা অভিজ্ঞতাবাদ নিয়ে আলোচনা করবো। অভিজ্ঞতাবাদের মতে, অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের উৎস।

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসেবে আমরা প্রধানত লক, বার্কলি ও হিউমকে পাই। নিম্নে তাঁদের বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism)

অভিজ্ঞতাবাদের মতে, অভিজ্ঞতা তথা প্রত্যক্ষণই জাগতিক জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস। এই প্রত্যক্ষণ দু'ভাবে হতে পারে : (১) সংবেদন (Sensation) ও (২) অন্তর্দর্শন (Reflection)। সংবেদনের মাধ্যমে আমরা বাইরের জগতের এবং অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে নিজেদের মানসিক অবস্থার জ্ঞান লাভ করি।

জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হলো নতুনত্ব

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, যথার্থ জ্ঞানের অন্ততঃ জাগতিক বিষয়ের জ্ঞানের, লক্ষণ নতুনত্ব (novelty)। জ্ঞান অবশ্যই কিছু নতুন সংবাদ দিবে। যা আগেই জানা আছে তা ভাষান্তরে বললে বা তার পুনরুক্তি করলে তাকে যথার্থ জ্ঞান বলা যায় না। সেজন্য তাঁদের মতে, বিশ্লেষক বাক্য অর্থাৎ যে বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয় নতুন কিছু বলে না তা থেকে জ্ঞান পাওয়া যায় না।

সংশ্লেষক বাক্য থেকেই জ্ঞান পাওয়া যায়

যে বাক্য নতুন কিছু বলে অর্থাৎ সংশ্লেষক বাক্যের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করা যায়। কারণ সংশ্লেষক বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয় নতুন কিছু ঘোষণা করে। এই বাক্য ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতানির্ভর। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায়।

বুদ্ধিবাদীরা যাকে আবশ্যিক জ্ঞান বলে তা আসলে কতগুলি ধারণার সম্পর্ক

এখন প্রশ্ন হলো, গণিত শাস্ত্রে বা অবরোহী যুক্তিবিদ্যায় আমরা যে আবশ্যিক জ্ঞান (Necessary Knowledge) পাই বলে মনে করি, তা কী করে সম্ভব? অভিজ্ঞতাবাদী হিউম বলেন, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কতগুলি ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ (Relations of Ideals) প্রকাশ করা হয় এবং এতে কোন নতুন সংবাদ থাকে না। আমরা যখন বলি, ২+২=৪ তখন ২ এর ধারণার সাথে ২ এর ধারণার এবং তাদের যোগের ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়। '২+২' বলাও যা '৪' বলাও তা-ই। দার্শনিক এয়ারসহ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন, এখানে নতুন কোন সংবাদ দেয়া হয়নি। মিল বলেন, এখানে আবশ্যিক জ্ঞান নেই, এ জ্ঞানও সম্ভাব্য। তবে সাধারণ জ্ঞানের থেকে অনেক বেশি সম্ভাব্য।

অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সংশ্লেষক বাক্য হয় না

এয়ার ও অন্যান্য অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সংশ্লেষক বাক্য হয় না। কান্ট যাদের এমন বাক্য বলেছেন সেসব আসলে বিশ্লেষণাত্মক। অবরোহানুমানের ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্যের পুনরুক্তি করে মাত্র এবং এক্ষেত্রে শুধু কতগুলি ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়। যেখানে আবশ্যিক জ্ঞান পাওয়া যায় বলে মনে করা হয়, সেখানে এরূপ কতগুলি ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয় এবং তাতে কোন নতুন সংবাদ থাকে না।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যে আরোহানুমান করা হয়, তা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণ এবং কার্যকারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে করা হয়। প্রত্যক্ষবাদী হিউমের মতে, কার্যকারণ সম্বন্ধ কোন বিষয়গত আবশ্যিক সম্বন্ধ নয়; অভ্যাসজনিত বিষয়ীগত প্রত্যাশা কার্যকারণ সম্বন্ধের তথাকথিত আবশ্যিকতার ভিত্তি। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, আরোহানুমানের কোন তাত্ত্বিক বা বিষয়গত নিশ্চয়তা নেই। একে একটি প্রকল্প বলা যায়।

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুছাপ মনে পড়লেই জ্ঞান হয়

লকের মতে, মানুষ জন্মের সময় কোন ধারণা নিয়ে জন্মায় না। শিশুর মন একেবারে খালি থাকে, যখন শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের বস্তুর সংস্পর্শে আসে, তখন ইন্দ্রিয় পথে মনের উপর বাইরের জিনিসের ছাপ পড়ে। এই ছাপ থেকেই জ্ঞান হয়। এই ছাপকেই লক ধারণা নাম দিয়েছেন।

ধারণার মধ্যে মিল বা অমিল অনুভব করার নামই জ্ঞান

ধারণা দু'ভাবে মনে আসে : (১) সংবেদন ও (২) অন্তর্দর্শন। ধারণা গ্রহণের ব্যাপারে মন নিষ্ক্রিয় থাকে। তবে ধারণা পাওয়ার পর মন সক্রিয় হয়। লকের মতে, ধারণাগুলি জ্ঞান নয়। ধারণার মধ্যে মিল বা অমিল অনুভব করার নামই জ্ঞান। 'ফুল' এই ধারণা কোন জ্ঞান নয়,

কিন্তু ‘ফুলটি লাল' এটি একটি জ্ঞান, কারণ এখানে ‘ফুল' ও ‘লাল' এই দুই ধারণার মধ্যে মিল অনুভব করা যাচ্ছে। এই অনুভব নানা উপায়ে হতে পারে: (ক) স্বজ্ঞার সাহায্যে সরাসরি দুটি বস্তুর তুলনা করে (খ) বুদ্ধি দিয়ে এক বা একাধিক ধারণার মাধ্যমে দুটি ধারণার মিল বা অমিল দেখে ও (গ) সংবেদনের সাহায্যে কোন বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে।

সমালোচনা

(১) জ্ঞান শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষনির্ভর একথা মেনে নেয়া যায় না। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জ্ঞানের উপকরণ পাওয়া যায়, সেই উপকরণ যদি বুদ্ধি দিয়ে সংশ্লেষিত ও সুবিন্যস্ত না হয় তাহলে জ্ঞান হতে পারে না।

(২) ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই ভুল এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য হয়, সকল ক্ষেত্রেই সুনিশ্চিত ও যথার্থ হয় না। কিন্তু বুদ্ধির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান সুনিশ্চিত ও যথার্থ হয়।

(৩) অভিজ্ঞতাবাদীরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির অবদানকে অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়লব্ধ কোন কোন জ্ঞান ভুল তা আমরা বুদ্ধির সাহায্যেই জানতে পারি। অর্ধেক ডুবানো কাঠ যে বাঁকা দেখায় তা যে প্রকৃতপক্ষে বাঁকা নয়, বুদ্ধির সাহায্যেই আমরা বুঝতে পারি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসেবে অভিজ্ঞতাবাদ সমালোচনাসহ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে প্রত্যক্ষণ কিভাবে হতে পারে?

২। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য কী?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হলেন–

(অ) ডেকার্ট, স্পিনোজা ও কান্ট (আ) লক, বার্কলি ও হিউম

(ই) হোয়াইটহেড, রাসেল ও জেম্‌স (ঈ) কিয়ার্কেগার্ড, হাইডেগার ও সার্ত।

২। অভিজ্ঞতাবাদের মতে, জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস–

(অ) প্রজ্ঞা (আ) বুদ্ধি

(ই) ঐশীবাণী (ঘ) প্রত্যক্ষণ

৩। কার্যকারণ সম্বন্ধ কোন বিষয়গত আবশ্যিক সম্বন্ধ নয়, কথাটি বলেন–

(অ) ডেভিড হিউম (আ) রেনে ডেকার্ট

(ই) ইমানুয়েল কান্ট (ঈ) বেনেডিক্ট স্পিনোজা।

৪। মানুষ জন্মের সময় কোন ধারণা নিয়ে জন্মায় না এ কথাটি বলেন–

(অ) বার্ট্রান্ড রাসেল (আ) ইমাম গাজ্জালী

(ই) প্লেটো (ঈ) জন লক।

সঠিক উত্তর ঃ (১) আ। (২) ঈ। (৩) অ। (৪) ঈ।

পাঠ ২

জ্ঞানের উৎস : বুদ্ধি
Sources of Knowledge : Reason

উদ্দেশ্য
এই পাঠশেষে আপনি

- বুদ্ধিবাদের মূল বক্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বুদ্ধিবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করতে পারবেন।

ভূমিকা

জ্ঞান কিভাবে উৎপন্ন হয়? প্রকৃত জ্ঞানের উৎস কী? এ ব্যাপারে দার্শনিকগণ একমত হতে পারেননি। ফলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দেখতে পাই। এখানে আমরা বুদ্ধিবাদ নিয়ে আলোচনা করবো।

বুদ্ধিবাদ (Rationalism)

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে ডেকার্ট, স্পিনোজা, লিবনিজ ও উলফ্ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মূল বক্তব্য নিম্নে আলোচনা করা হলো:

জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য : আবশ্যিকতা ও সর্বজনগ্রাহ্যতা

বুদ্ধিবাদের বক্তব্য হলো, জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েই লাভ করা যায়। ইন্দ্রিয় মাধ্যমে যা পাওয়া যায় তা জ্ঞান নয়, তাকে মত (opinion) বলাই ভাল। আবশ্যিকতা ও সর্বজনগ্রাহ্যতা জ্ঞানের লক্ষণ। যে বিশ্বাস আবশ্যিক ও সর্বজনগ্রাহ্য সত্য নয় তাকে জ্ঞান বলা যায় না। গণিত শাস্ত্রে জ্ঞান পাওয়া যায়। কারণ গণিতের বাক্যগুলি আবশ্যিক ও সর্বজনগ্রাহ্য। বুদ্ধিবাদীদের মতে, গণিতের জ্ঞানই জ্ঞানের আদর্শ। আবশ্যিক ও সর্বজনগ্রাহ্য বিশ্বাস একমাত্র বুদ্ধি দ্বারাই লাভ করা যায়। জ্ঞানের আবশ্যিকতা বুদ্ধি সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে পারে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যা পাই তা আবশ্যিকও নয়, সর্বজনগ্রাহ্যও নয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়লব্ধ বিশ্বাসকে জ্ঞান না বলাই ভালো, যদিও একে জ্ঞান বলা হয়, এ অতি নিম্ন স্তরের জ্ঞান। এতে কাজ চলে, কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনা চলে না। ইন্দ্রিয় প্রায়ই আমাদের প্রতারণা করে। দড়িকে সাপ দেখায়। সুতরাং ইন্দ্রিয় নির্ভরযোগ্য নয়।

ধারণাই জ্ঞানের মূল

কোন কোন বুদ্ধিবাদী আরও বলেন, গণিত শাস্ত্রে যেমন ধারণার সাথে ধারণার সম্বন্ধ দেখিয়ে জ্ঞানলাভ করা যায় সর্বক্ষেত্রেই তেমন। ধারণাই জ্ঞানের মূল। আবার ধারণা সব বা অন্ততঃ কিছু আমাদের বুদ্ধির সৃষ্টি। এই ধারণাগুলিকে সহজাত ধারণা (Innate Ideas) বলে। জ্ঞানের

প্রকাশ বাক্যে ঘটে। বাক্য দুই প্রকার : (১) অভিজ্ঞতাপূর্ব (apriori) ও (২) অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical)। 'দুধ সাদা' এই বাক্যটি অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় বলে একে অভিজ্ঞতালব্ধ বাক্য বলে। '৩+২=৫' এই বাক্য অভিজ্ঞতাপূর্ব। আমরা চিন্তা করে এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করেই এই বাক্য পাই।

অভিজ্ঞতাপূর্ব বাক্যই জ্ঞান

বুদ্ধিবাদীদের মতে, অভিজ্ঞতাপূর্ব বাক্যই জ্ঞান। এই বাক্য যেমন আবশ্যিক তেমনি সর্বজনগ্রাহ্য। যে ২ এর অর্থ বোঝে এবং '২+২' এর অর্থ বোঝে, সেই বোঝে ২+২=৪। এ বোঝার জন্য বুদ্ধি দরকার, অভিজ্ঞতা নয়। এগুলি যেমন অভিজ্ঞতাপূর্ব তেমনি আবার বিশ্লেষণাত্মক (anaytic) এরূপ জ্ঞান গণিত শাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যায় পাওয়া যায়।

সহজাত ধারণা স্রষ্টাপ্রদত্ত

বুদ্ধিবাদী ডেকার্টের মতে, আমাদের কতগুলি সহজাত ধারণা আছে। এগুলি স্রষ্টাপ্রদত্ত। জন্মের সময়ই স্রষ্টা এগুলি মনের মধ্যে গেঁথে দেন। এগুলি কখনই মিথ্যা হতে পারে না। এই ধারণা থেকেই অন্য সমস্ত জ্ঞান গাণিতিক অবরোহ পদ্ধতিতে লাভ করা যায়।

লিবনিজের মত : বুদ্ধির সত্য ও বস্তুর সত্য

জার্মান দার্শনিক লিবনিজ বলেন, ''সমস্ত আবশ্যিক ও সর্বজনগ্রাহ্য জ্ঞানই বুদ্ধিলব্ধ"। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয় বুদ্ধিরই এক অনুন্নত রূপ। তাই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বুদ্ধিজাত জ্ঞানের চেয়ে অস্পষ্ট ও কম প্রামাণ্য। তিনি দুই রকম সত্যের কথা বলেন : (১) বুদ্ধির সত্য (Truth of Reason) ও (২) বস্তুর সত্য (Truth of Fact)। বিশ্লেষণাত্মক বাক্য যে জ্ঞান প্রকাশ করে তা বুদ্ধির সত্যবিষয়ক। বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান তা বস্তুর সত্যবিষয়ক, এই জ্ঞানে প্রত্যক্ষণেরও দরকার।

দার্শনিক উলফ্-এর মতে, কতগুলি মৌলিক ধারণা থেকে সমস্ত জ্ঞান অবরোহ পদ্ধতিতে লাভ করা যায়।

সমালোচনা

(১) অভিজ্ঞতালব্ধ সমস্ত জ্ঞানই সংশয়াত্মক বা ভ্রান্ত -বুদ্ধিবাদের এ অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। অভিজ্ঞতা ছাড়া কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞান সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা ছাড়া শুধু বুদ্ধি দিয়ে জীব জগতের যথার্থ জ্ঞানলাভ করা যায় না।

(২) সব যথার্থ জ্ঞানই হয় অন্তর ধারণা থেকে - একথা ঠিক নয়। দর্শনের জ্ঞানের সাথে গণিতের জ্ঞানের পার্থক্য আছে। গণিতের জ্ঞান অমূর্ত (abstract), আর দর্শনের জ্ঞান মূর্ত (concrete) বিষয়ের জ্ঞান। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে চিন্তনের সাহায্যে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান দেয়াই দর্শনের লক্ষ্য।

(৩) গণিত শাস্ত্রে বা যুক্তিবিদ্যায় ধারণার সাথে ধারণার মিল বা অমিল দেখিয়ে জ্ঞানলাভ হতে পারে। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানে বা লৌকিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আর পদার্থ বিজ্ঞান জ্ঞান দেয় না, এমন কথা স্বীকার করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদ হিসেবে বুদ্ধিবাদ সমালোচনাসহ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। বুদ্ধিবাদ অনুসারে, কোন্ ধরনের বাক্য থেকে জ্ঞান পাওয়া যায়?

২। লিবনিজের মতে সত্য কত প্রকার ও কি কি?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হলেন–

(অ) ডেকার্ট, স্পিনোজা লিবনিজ (আ) হোয়াইটহেড, রাসেল, মূর

(ই) লক, বার্কলী, হিউম (ঈ) কিয়ার্কেগার্ড, হাইডেগার ও সার্ত।

২। বুদ্ধিবাদের মতে জ্ঞানের উৎস হলো–

(অ) ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ (আ) অন্তর্দর্শন

(ই) বুদ্ধি (ঈ) প্রত্যাদেশ।

৩। মানব মনে স্রষ্টা প্রদত্ত কিছু সহজাত ধারণা আছে– কথাটি বলেন

(অ) লিবনিজ (আ) লক

(ই) হিউম (ঈ) ডেকার্ট।

৪। সমস্ত আবশ্যিক ও সর্বজনীন জ্ঞানই বুদ্ধিলব্ধ– কথাটি বলেন

(ক) লিবনিজ (আ) রাসেল

(গ) সার্ত (ঈ) উল্‌ফ।

সঠিক উত্তর ঃ (১) অ। (২) ই। (৩) ঈ। (৪) অ।

পাঠ ৩

জ্ঞানের উৎস : বিচারবাদ
Sources of Knowledge : Critical Theory

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- কান্ট কিভাবে বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিচারবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদ- বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব দূর করে বিচারবাদ নামক একটি নতুন মতবাদ প্রদান করেন। এখানে তিনি প্রথমে এই দুই মতবাদের সমালোচনা করেন এবং পরে দেখান দুই মতবাদের সমন্বয়ে প্রকৃত জ্ঞান পাওয়া যায়।

বিচারবাদ (Critical Theory)

কান্ট প্রথম জীবনে 'বুদ্ধিই সত্য জ্ঞান দিতে পারে'- এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউমের বই পড়ে তাঁর ধারণা বদলে যায়। তিনি বুঝতে পারেন বস্তু ছাড়া শুধু ধারণা হতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান হতে গেলে ধারণা এবং বস্তু উভয়ই দরকার। বস্তু পেতে হলে প্রত্যক্ষণ বা সংবেদন প্রয়োজন।

বিচারবাদ : অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের সমন্বয়

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, শুধু অভিজ্ঞতা থেকেই জ্ঞান হয়। বুদ্ধিবাদীদের মতে, শুধু বুদ্ধিজাত ধারণা থেকেই জ্ঞান হয়। কান্ট এই দুই মতবাদের সমালোচনা করে দেখান যে, এই দুই মতবাদের সমন্বয়েই কেবল প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। কান্ট বলেন, বুদ্ধি জ্ঞানের আকার দিতে পারে, তাতে নিশ্চয়তাও পাওয়া যায়। কিন্তু তা জ্ঞানের বিষয় দিতে পারে না এবং নতুনত্ব দিতে পারে না। সংবেদন থেকে নতুনত্ব আসে, নিশ্চয়তা আসে না। অথচ জ্ঞানের বিষয় ও আকার, নতুনত্ব ও নিশ্চয়তা প্রকৃত জ্ঞানের জন্য সবই প্রয়োজন। কান্ট এভাবে অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের মধ্যকার সত্য গ্রহণ করে এক সমন্বিত মতবাদ (Synthetic Theory) গঠন করেন। তাঁর মতে, প্রকৃত জ্ঞানের জন্য অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দুই-ই প্রয়োজন।

বুদ্ধি থেকে আমরা জ্ঞানের আকার পাই, আর অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের বিষয় বা বস্তু পাই। কান্ট অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদ বিচার বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন বলে এ মতবাদকে বিচারবাদ বলা হয়।

জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য : বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ

বুদ্ধিবাদীদের মতে, জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হলো নিশ্চয়তা ও সর্বজনীনত্ব (Necessity) এবং অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্লেষণাত্মক বচনই জ্ঞান পদবাচ্য। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য নতুনত্ব এবং সংশ্লেষণাত্মক বচনই (Empirical Synthetic Propositions) জ্ঞান পদবাচ্য। তিনি দুই মতবাদের সমন্বয় করে বলেন, জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়তা, সর্বজনীনত্ব ও নতুনত্ব। বিজ্ঞানের বচনের এই গুণগুলি আছে। তাই তাঁর মতে, বিজ্ঞান আদর্শ জ্ঞান দেয়। কান্ট বলেন, জ্ঞানের নিশ্চয়তা আসে বুদ্ধির আকার (Categories of Understanding) থেকে এবং সংশ্লেষণাত্মকতা (Synthetic Character) আসে সংবেদনবৃত্তিতে (Sensibility) প্রাপ্ত অনুভব থেকে।

দেশ ও কাল : জ্ঞানের পূর্বতঃসিদ্ধ আকার

সংবেদন বৃত্তির সাহায্যে জ্ঞানের বিষয়ের যে পরিচয় আমরা পাই তাই অনুভব (intuition)। সংবেদনবৃত্তি নিষ্ক্রিয়। দেশ ও কাল অনুভবের দুটি পূর্বতঃসিদ্ধ আকার। এদের পূর্বতঃসিদ্ধ আকার এই অর্থে বলা যায় যে, এই আকার ছাড়া কোন অনুভব সম্ভব নয়। দেশ ও কালের মধ্যে সংবেদন বৃত্তি যে অনুভব ধারণ করে বুদ্ধি সক্রিয়ভাবে তার উপর বুদ্ধির আকার লাগিয়ে দেয়। বুদ্ধির আকারে আকারিত হয়ে দেশ-কালে প্রাপ্ত অনুভব জ্ঞান পদবাচ্য হয়। বাইরে থেকে প্রাপ্ত শুধু অনুভব জ্ঞান দিতে পারে না। অনুভব বুদ্ধির আকারের সাথে সংযুক্ত হয়েই জ্ঞান সম্ভব করে তোলে। এগুলি হলো সাধারণ বুদ্ধির আকার। সুতরাং এই অনুভব সবার কাছেই এক রকম হয়। কিন্তু এই জ্ঞান বস্তুস্বরূপের জ্ঞান দিতে পারে না। কারণ সমস্ত জ্ঞানেই আমাদের বুদ্ধির আকার থাকে। সুতরাং অবিমিশ্র বস্তুস্বরূপ আমরা কখনই জানতে পারি না। বুদ্ধির আকার বিমিশ্র বস্তস্বরূপই আমরা জানি। কান্ট জ্ঞানের এই বিষয়ের নাম দিয়েছেন অবভাস। অবভাসের জ্ঞানই আমাদের পক্ষে সম্ভব। বস্তুস্বরূপের জ্ঞান আমরা কখনই পাই না। কিন্তু বস্তুস্বরূপের অস্তিত্ব আমাদের মেনে নিতে হয়। কারণ সংবেদনবৃত্তি নিষ্ক্রিয়ভাবে বাইরের থেকে আসা অনুভব গ্রহণ করে। অনুভব সংবেদন সৃষ্ট নয়। সুতরাং এই অনুভবের উৎস হিসেবে বস্তুস্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে।

সমালোচনা

কান্ট অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের সমালোচনা করে এই দুই মতবাদের সমন্বয়ে বিচারবাদ নামক যে মতবাদ প্রদান করেছেন তা-ও দোষমুক্ত নয়।

(১) জ্ঞান উৎপত্তির ক্ষেত্রে তাঁর এই মতবাদ এক অসমন্বিত দ্বৈত ধারণার সৃষ্টি করেছে। তাঁর মতে, সংবেদনবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়ের সমন্বয়েই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সংবেদনবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয়, আর বুদ্ধিবৃত্তি একান্তভাবেই সক্রিয়। কিন্তু এ দুই বিপরীতধর্মী বৃত্তি

কি করে একত্রে জ্ঞান উৎপন্ন করে তার কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা কান্ট দিতে পারেননি। সুতরাং তাঁর মতে, এই দুই বৃত্তির মধ্যে একটা দ্বৈতভাব আছে। কান্ট এই দ্বৈতভাব সমন্বয়ের কোন চেষ্টা করেননি।

(২) বস্তু সত্তার দিক থেকেও কান্ট এক দ্বৈত ধারণার সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, আমরা কেবল অবভাসের জ্ঞান লাভ করি, বস্তুস্বরূপের জ্ঞানলাভ করতে পারি না। তিনি এখানে বস্তু-অবভাস ও বস্তুস্বরূপের এক দ্বৈত বোধ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু পরিষ্কারভাবে সমন্বিত করার চেষ্টা করেননি।

(৩) তিনি একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছেন এই বলে যে, বস্তুস্বরূপ আছে, কিন্তু তা জানা যায় না। বস্তুস্বরূপ যদি না জানা যায়, তবে তা যে আছে তা কি করে বলা যায়? আর এই সমস্যা পরবর্তীকালে দার্শনিকদের দু'ভাগে বিভক্ত করে। যেমন (ক) বস্তুস্বরূপের জ্ঞান হয় ও (খ) বস্তুস্বরূপ বলে কিছু নেই।

এই মতবাদের নানা রকম দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমরা এ কথা বলতে পারি যে, বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ উভয়ই জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদ হিসেবে একপেশে ও চরমপন্থী মতবাদ। কান্ট যখন এই চরমপন্থী মতবাদ দুটির সমালোচনা করে দেখালেন যে, কোন একটির পক্ষেও একা প্রকৃত জ্ঞানদান করা সম্ভব নয়, উভয়ের সমন্বয়েই কেবল প্রকৃত জ্ঞান পাওয়া সম্ভব, তখন জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হলো এবং অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব দূর হলো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিচারবাদ সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। কান্টের মতবাদের নাম বিচারবাদ হল কেন?

২। কান্টের মতে জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। কান্ট প্রবর্তিত মতবাদ–

(অ) বুদ্ধিবাদ (আ) অভিজ্ঞতাবাদ

(ই) বিচারবাদ (ঈ) উপরের সবগুলো।

২। 'বুদ্ধিই সত্য জ্ঞান দিতে পারে'– কান্টের এই ধারণা ভেঙ্গে যায়- কার বই পড়ে

(অ) ডেকার্টের (আ) হিউমের

(ই) লকের (ঈ) মিলের।

৩। প্রকৃত জ্ঞানের জন্য অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দুই-ই প্রয়োজন, এ কথা বলেন

(অ) লক (আ) বার্কলি

(ই) কান্ট (ঈ) হিউম।

৪। বস্তু-স্বরূপ আছে কিন্তু তা জানা যায় না বলে কান্ট যে সমস্যার সৃষ্টি করেছেন তা পরবর্তী দার্শনিকদের–

(অ) দুই ভাগে বিভক্ত করেছে (আ) তিন ভাগে বিভক্ত করেছে

(ই) চার ভাগে বিভক্ত করেছে (ঈ) উপরের কোনটিই সঠিক নয়।

সঠিক উত্তর ঃ (১) ই। (২) আ। (৩) ই। (৪) অ।

পাঠ ৪

জ্ঞানের উৎস : স্বজ্ঞা
Sources of Knowledge : Intuition

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসেবে স্বজ্ঞাবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্বজ্ঞাবাদের সাথে বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

ফরাসি দার্শনিক হেনরি বার্গসোঁ (Bergson) স্বজ্ঞাবাদের প্রধান প্রবক্তা। স্বজ্ঞাবাদীদের মতে, স্বজ্ঞার মাধ্যমেই কেবল যথার্থ জ্ঞানলাভ করা যায়। বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান সম্ভব নয়। স্বজ্ঞা হলো কোন প্রকার বুদ্ধির সাহায্য না নিয়ে একটি বস্তুকে সোজাসুজি মন দিয়ে প্রত্যক্ষ করা। এ হলো কোন বস্তু বা বিষয়ের সাক্ষাৎ প্রতীতি (direct experience)। অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রতীতি হলো, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সাহায্য ছাড়াই মন দিয়ে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি। বর্তমান পাঠে আমরা বার্গসোঁর স্বজ্ঞাবাদ নিয়ে আলোচনা করবো।

স্বজ্ঞাবাদ

বুদ্ধি ও সত্তা

বার্গসোঁর মতে, বুদ্ধি যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায় হতে পারে না। বুদ্ধি সত্তার জ্ঞান অন্বেষণে সত্তার স্বরূপকে বিকৃত করে তার একটি অযথার্থ রূপ উপস্থাপন করে। তাঁর মতে, কোন বস্তুকে দুটি উপায়ে জানার চেষ্টা করা হয়: স্বজ্ঞার মাধ্যমে, কিংবা বুদ্ধির মাধ্যমে। বুদ্ধির সাহায্যে বস্তুকে জানতে গেলে, বস্তুটির কেবল প্রকাশ্য রূপকে জানা যায়; তার স্বরূপকে নয়। বুদ্ধি বস্তুর চারপাশে কেবল ঘুরে বেড়ায়, তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান যেহেতু প্রত্যয় বা ধারণাভিত্তিক জ্ঞান (conceptual knowledge) সেহেতু বস্তুর স্বরূপের বদলে তার অবভাসের জ্ঞান দেয়।

স্বজ্ঞার মাধ্যমেই কেবল সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার স্বরূপ জানা যায়। স্বজ্ঞার মাধ্যমেই কেবল জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, বিষয় ও বিষয়ীর ব্যবধানকে অতিক্রম করা যায়। স্বজ্ঞার ক্ষেত্রে জ্ঞাতাই জ্ঞেয়তে রূপান্তরিত হয়, বুদ্ধি বা চিন্তার ক্ষেত্রে এ ব্যবধান রয়ে যায়।

স্বজ্ঞার স্বরূপ : বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতি

বার্গসোঁ স্বজ্ঞার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে একে 'বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতি' (intellectual sympathy) বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, স্বজ্ঞা হলো সেই বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতি, যার সাহায্যে কেউ

কোন বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করে এ উদ্দেশ্যে যে, বস্তুর মধ্যে যা কিছু অসাধারণ ও অনির্বচনীয় তার সাথে একাত্মতা লাভ করবে। বার্গসোঁ বস্তুকে অনেকটা অনুভূতির পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। একমাত্র অনুভূতির সাহায্যে আমরা অন্যের অন্তরে প্রবেশ করতে পারি। কারো সুখ-দুঃখে পূর্ণ সহানুভূতি থাকলেই তার সুখ-দুঃখ অনুভব করা যায়। একইভাবে বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতির দ্বারা যদি কোন বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করা যায় তাহলে তার স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়। তিনি বলেন, স্বজ্ঞা হলো এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

সমালোচনা

স্বজ্ঞা নিছক ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপার। ব্যক্তিগত বিষয় সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে না। বিভিন্ন ব্যক্তির স্বজ্ঞা বা অনুভূতি বিভিন্ন প্রকারের। দার্শনিক আলোচনা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। দার্শনিক সত্য সর্বজন স্বীকৃতির দাবি রাখে। তাছাড়া কেবল অনুভূতিতেই দার্শনিক জ্ঞানের সমাপ্তি ঘটে না। অনুভূতি যদি বিচার বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়ে দার্শনিক মতবাদে প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে দর্শনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অনুভূতির সত্যাসত্য নির্ধারণ বিচার বুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

স্বজ্ঞাবাদীরা স্বজ্ঞাকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। বার্গসোঁ বলেন, স্বজ্ঞা হলো বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতি। কিন্তু বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতি কথাটি দুর্বোধ্য। তাছাড়া এ কথাটি স্বজ্ঞার মধ্যে বুদ্ধিকে টেনে আনে। বস্তুত জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে কখনো বাদ দেয়া যায় না। বুদ্ধি যে স্বজ্ঞার তুলনায় শ্রেষ্ঠ তা সহজেই বুঝা যায়। স্বজ্ঞাবাদী বার্গসোঁও নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বুদ্ধিরই সাহায্য নিয়েছেন। স্বজ্ঞার সাহায্যে সত্তার প্রকৃত স্বরূপ জানা সম্ভব হলে স্বজ্ঞাবাদীদের মতের মধ্যে এত পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসেবে স্বজ্ঞাবাদ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতি কথাটি ব্যাখ্যা করুন।

২। স্বজ্ঞাবাদের সমালোচনা লিখুন।

৩। স্বজ্ঞাবাদ বুদ্ধির কি কি ত্রুটি উল্লেখ করে?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। স্বজ্ঞাবাদের প্রধান প্রবক্তা–

(অ) কান্ট (আ) বার্গসোঁ

(ই) হিউম (ঈ) ডেকার্ট।

২। স্বজ্ঞা হলো বস্তুকে সোজাসুজি–

(অ) চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করা (আ) মন দিয়ে প্রত্যক্ষ করা

(ই) পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করা (ঈ) কোনটি নয়।

৩। জ্ঞাতাই জ্ঞেয়তে রূপান্তরিত হয়–

(অ) বুদ্ধিবাদ অনুসারে (আ) অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে

(ই) স্বজ্ঞাবাদ অনুসারে (ঈ) বিচারবাদ অনুসারে।

৪। বার্গসোঁর মতে স্বজ্ঞা হলো–

(অ) অনুভূতি (আ) সহানুভূতি

(ই) অভিজ্ঞতাসঞ্জাত অনুভূতি (ঈ) বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতি।

সঠিক উত্তর ঃ (১) আ। (২) আ। (৩) ই। (৪) ঈ।